বাংলা ভাষা বিচার

সম্পাদনা

ড. পিন্টু শীট

এস. এস. পাবলিকেশন

৫বি, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মো : ৯৩৩১২২৭৫৭৬

BANGLA BHASHA BICHAR

বাংলা ভাষা বিচার

Edited by : Dr. Pintu Shit

প্রথম প্রকাশ : রাস পূর্ণিমা
বাং - ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭
ইং - ৩০ নভেম্বর, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : সংকলক ও সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : শ্রীযুক্ত শান্তনু সরকার
এস. এস. পাবলিকেশন
৫বি, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০১২
মোবাইল নং : ৯৩৩১২২৭৫৭৬
ই-মেল : sspublicationkolkata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস : অমিত কুমার মাইতি
মোবাইল নং : ৯৪৭৪৯৬৮৮৬৬

মুদ্রক : তারামা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৬৭

প্রচ্ছদ : অচিন্ত মারিক

ISBN : 978-93-85122-74-3

মূল্য ঃ ৩০০ টাকা মাত্র

বি ষ য় সূ চি

ভূমিকা
অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে ৭
মেদিনীপুরের উপভাষা ও নামকরণ
ড. গোকুলানন্দ মিশ্র ১১
মধ্যযুগের বৈষ্ণব পুঁথি সাহিত্যে ভাষাপট ও কবি যদুনন্দন দাস
ড. সুকুমার মাইতি ১৩
বাংলা ভাষার সহজপাঠ ও ভবিষ্যৎ
ড. সুবিকাশ জানা ২৬
পূর্ব মেদিনীপুরের ভাষাচর্চা প্রসঙ্গে ওড়িয়া ও মুসলমান সমাজের ভাষা বৈচিত্র্য
ড. পরমেশ আচার্য ৪৮
পূর্ব মেদিনীপুরের উপভাষা : একটি রূপরেখা
ড. সুস্নাত জানা ৫৮
অপটিম্যালিটি তত্ত্ব: ধ্বনিবিজ্ঞানের অধিকতর 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠার এক নবতম পদক্ষেপ
ড. কনক কান্তি বেরা ৭২
মেদিনীপুর : বিচিত্র ভাষারূপের একত্র সমন্বয়
ড. লিপিকা পণ্ডা ৯০
দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের মিশ্র ভাষা
ড. গীতিকা পণ্ডা ১০৩
বিবেকানন্দ : ভাষা ও শৈলী
দশরথ হালদার ১২৩
আমার বাড়ি আমার ভাষা
ড. অন্তরা ঘোষ ১৩২
টিনের তলোয়ার : সংলাপের ভাষা নির্মাণে নিপুণতা
ড. অনসূয়া চক্রবর্ত্তী ১৩৯
তারাশঙ্করের রচনায় উত্তর রাঢ়ি উপভাষার প্রয়োগ
ড. অভিষেক রায় ১৪৬

মেদিনীপুরের ভাষা বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা
ড. বর্ণালী গাঙ্গুলী ১৫১
বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার : একটি সমীক্ষা
ড. সেক আবুল ১৫৬
বাংলা গদ্যভাষার আভাসপর্ব : কাব্যের চরণে ও নাট্যধর্মী রচনার সংলাপে গদ্যের ইঙ্গিত (৯/১০ম শতাব্দ—১৭৬০ খ্রি.)
ড. পিন্টু শীট ১৭০
দশগ্রাম অঞ্চলের কথ্যভাষা
শুভজিৎ মাইতি ১৮২
এগরা শহরের আঞ্চলিক কথ্যভাষা
অভিষেক রায় চৌধুরী ১৯২
কবিতায় বাক্য-সৃজন প্রক্রিয়া : একটি পূর্ণাবয়ব ভাষ্য
হাবিবুর রহমান ২০২
দেশের দশের উন্নতির কারিগর মাতৃভাষা
লিসা পাল ২০৮
ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে বর্ণবাচক শব্দালোচনা এবং বিভিন্ন সাহিত্যে ও সংগীতে তাদের প্রয়োগ
দেবজিৎ পাল ২১৪
ভাষা : জীবনেরই আরেক নাম
শোভন ঘোষ ২১৯
কাঁথি মহকুমার নারী মুখের ভাষা
শুভাশিস আচার্য ২২৩
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রসঙ্গ শৈলী ভাবনা
সেখ সাব্বির হোসেন ২৩৪
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য
পৌলমী হাজরা ২৩৯
অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল কাব্যের ভাষাশৈলী
প্রণবেশ ঘোষ ২৪৬
আবুল বাশারের শ্রেষ্ঠ গল্প-এ মুর্শিদাবাদ জেলার কথ্য ভাষা
টুকটুকি হালদার ২৫৫
লেখক পরিচিতি ২৬৪

বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার : একটি সমীক্ষা

ড. সেক আবুল

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব নিজ নিজ ভঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। একমাত্র মানবজাতি কথা বা ভাষার মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের তাগিদেই ভাষার সৃষ্টি। ভাষার মাধ্যমেই তার স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গি, সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস ঐতিহ্য, আত্মবিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটে থাকে; গড়ে ওঠে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ভাষা ও সমাজ একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। ভাষা সমাজ গড়ে, আবার সমাজও ভাষা গড়ে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে ভাব বিনিময়ের বাহন হচ্ছে ভাষা। একইভাবে সামাজিক ভাব বিনিময়েও এই ভাষায়ই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। এরই ফলে এক ভাষার শব্দাবলী অন্য ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেও এসে যুক্ত হতে থাকে। এভাবেই সমৃদ্ধ হয় ভাষা, সভ্যতা, সমাজ, জাতি। যে জাতির গ্রহণক্ষমতা যত বেশি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সেই জাতি তত বেশি সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য-ইতিহাস খুব বেশি দিনের দীর্ঘ না হলেও একেবারে কম নয়। এর গ্রহণ ক্ষমতাও অনেক। সময়ের বিবর্তনের বাংলা ভাষা আরবী, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি বহু ভাষা থেকেই অনেক শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এ ধারা আজ অবধি অব্যাহত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেক বিদেশী ভাষার শব্দ ব্যবহার করে আসছি, ফারসি তাদের মধ্যে অন্যতম।[১]

মানুষ পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষায় কথা বলে, তার সঠিক তথ্য প্রদান করা একটি ব্যাপক গবেষণার সাপেক্ষ ব্যাপার। ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫ - ১৯৬৯) বলেছেন পৃথিবীতে মোট ১৭৯৬ টি ভাষা আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি বেড়েই চলছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, সেহেতু ভাষার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত এবং সভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে পৃথিবীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।[২]

দুটি জাতি কাছাকাছি হলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান শুরু হয়। সাধারণত অনুন্নত জাতি উন্নত জাতির ভাষা গ্রহণ করতে থাকে। আর বিজিত জাতি যেমন বিজয়ী জাতির ভাষা গ্রহণ করে থাকে, তেমনি বিজয়ী জাতিও বিজিতের ভাষা গ্রহণ করে।[৩] এতে

ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে, নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়।[৪] তাছাড়া বৈদেশিক ভাষা ও সভ্যতার প্রতি যদি কোন জাতি অত্যাধিক অনুরক্ত হয় বা ভাষার পার্থক্যকে গৌণভাবে দেখে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা না থাকলে শুধু বৈদিক ভাষার প্রভাব দেশীয় ভাষায় পড়ে। যেমন ইংরেজি ভাষায় ল্যাটিন এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব পড়েছে।[৫]

উপমহাদেশে দুটি প্রধান নদী-বিধৌত বঙ্গীয় অঞ্চলে সাধারণত বাংলা ভাষায় জনগণ কথা বলে থাকে। কাল প্রবাহে এ ভাষায় উৎকর্ষ বেড়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ভাষায়ও বিভিন্ন শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। গবেষকদের মতে বাংলা ভাষায় মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় অর্ধেক শব্দই বিভিন্ন ভাষা যেমন— সংস্কৃত, আরবী, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি থেকে এসেছে।[৬] মুঘল আমলে বাংলায় (অভিভক্ত) ফারসি সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং আমাদের ভাষায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য :

> মুঘল আমলেই বাংলায় ফারসি ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রাক-মুঘল আমলে এদেশে রাজকার্য নির্বাহের ভাষা ফারসি থাকলে ধর্মীয় ভাষারূপে মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা প্রধান ছিল। মুঘল আমলে শুধু রাজকার্য নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফারসি ভাষাকে প্রধান দেওয়া হইতে থাকে।[৭]

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে হান্টার শিক্ষা কমিশন— এ সাক্ষ্য দানকালে আরবী-ফারসি তৎকালীন সামাজিক গুরুত্ব উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে নওয়াব আব্দুল লতীফ (১৮২৮ - ৯৩ খ্রি:) বলেন :

> Unless a Mohamedan is a Persian and Arabic Scholar, be cannot attain a unspectable position in Mohamedan society. i.e. he will not regarded as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohamedan Community.[৮]

সতের শতকের কবি আব্দুল হামিদ আরবী-ফারসি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন তা বিশেষ প্রনিধান যোগ্য।

> আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান
> যাহোক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান।
> আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিৎ
> ফারসি পড়িয়া বুঝ পরিনাম হিত।
> ফারসি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।

ড. বর্ণালী গাঙ্গুলী :

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়। লেখিকা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা কথাসাহিত্যে পটভূমি : মেদিনীপুর' বিষয়ের ওপর পিএইচ. ডি গবেষণা করেছেনে। এছাড়াও লেখিকা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা।

ড. সেক আবুল :

এম.এ, এম.ফিল, পিএইচ.ডি। স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ। প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক মহিষাদল রাজ কলেজ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, খড়্গপুর কলেজ। Project : (1) Regional Mapping of Heritage Structure, Dept- Architecture & Regional Planning, IIT Kharagpur. (2) Impact of Participation of India (1947) on the Schedule Caste of West Bengal (ICSSR), Department of History, Jadavpur University. (3) Public Report on the Socio-economic Status of Muslim in West Bengal, Kolkata, Pratichi Institution, Association Snap & Guidance Guild. মেদিনীপুর জেলার (অবিভক্ত) ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, আর্থ-সামাজিক ও মুসলিম লোক-সংস্কৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত প্রবন্ধ - A Survey of Water Supply & Drainage System of the Midnapore Municipality from Pre-independance to recent days; মেদিনীপুরের ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দি সোহরাওয়ার্দি (১৮৩২-১৮৮৫) ও তাঁর সাহিত্য চর্চা; সবং থানার মুসলিম জনসমাজ; পটাশপুরের স্যার আব্দুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫৭) : তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শন প্রভৃতি।

ড. পিন্টু শীট :

লেখক-সম্পাদক ২০১০ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাসমীক্ষা বিশেষ পত্র সহ স্নাতকোত্তর (প্রথম শ্রেণি) উত্তীর্ণ হন। ২০১১ সালে Junior Research Fellowship সহ UGC-NET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন ঘাটাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), খড়্গপুর কলেজে (স্নাতক স্তর) ও বেলদা কলেজে (স্নাতকোত্তর)। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে UGC Fellowship নিয়ে গবেষণা। ২০১৮ সালে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ। গবেষণার বিষয় 'বাংলা গদ্যভাষা ও সমাজ বিকাশের ধারায় প্রাচীন নথিপত্র'। বর্তমানে লেখক-সম্পাদক গড়বেতা কলেজে স্টেট এডেড কলেজ টিচার ও